পক্ষীবিশারদ

সেলিম আলি

রবীন্দ্রনাথ পাত্র

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

ভূমিকা	১১
জন্ম ও বংশ পরিচয়	১৯
ছেলেবেলা ও পড়াশোনা	২০
বিবাহ	৩২
নিরন্তর পক্ষীচর্চা	৩৫
প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ	৬৩
সম্মানসূচক বিভিন্ন পদ ও পুরস্কার	৬৫
শেষ জীবন	৬৮

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ভারতবর্ষের বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) এর খেতওয়ারি অঞ্চলের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারে ১৮৯৬ সালের ১২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন সেলিম আলি। তাঁর বাবার

মুম্বাই-এর খেতওয়ারিতে সেলিম আলির পারিবারিক গৃহ (১৯১২)

নাম মঈজুদ্দিন এবং মা'র নাম জীনৎ উন্-নীসা। সেলিম আলিরা ছিলেন পাঁচ ভাই এবং চার বোন অর্থাৎ ভাইবোন মিলে ন'জন। এই ন'জন ভাইবোনের মধ্যে সেলিম আলি ছিলেন সবার ছোটো। সেলিম আলির বয়স যখন মাত্র এক বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। আবার তাঁর বয়স যখন তিন বছর মাও মারা যান। সুতরাং মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা-মা হারা হয়ে যান সেলিম আলি। সেলিম আলির এক মামা আমিরুদ্দিন ছিলেন বোম্বাই এর ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির সদস্য। সেলিম আলির আর এক মামা আব্বাস তৈয়বজী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন।

ছেলেবেলা ও পড়াশোনা

বাবা-মা মারা যাবার পর সেলিম আলির বাল্যকাল অতিবাহিত হতে থাকল মামার বাড়িতে। তাঁর মামা ছিলেন আমিরুদ্দিন তৈয়ব্‌জী এবং মামিমা ছিলেন হামিদা বেগম। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। সুতরাং সেলিম আলি তাঁদের

সেলিম আলির মামা আমিরুদ্দিন তৈয়ব্‌জী

সেবাযত্নেই মানুষ হতে থাকলেন। শুধু সেলিম আলি কেন, আরও ভাইবোনেরা মামা বাড়িতেই মানুষ হতে থাকলেন। মামা-মামিরা সে সময়ে কতটা যত্নশীল ছিলেন সে প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে সেলিম আলি লিখেছেন—'এই দুজনের কাছে থেকে তাঁদের স্নেহ-যত্নে আমরা মানুষ হই। আমাদের জন্যে ওঁরা যা করেছেন, তা যে-কোনো বাবা-মা-র চেয়েও বেশি।

এছাড়া ছিল তঁদের ঘাড়ে ফেলে যাওয়া আত্মীয় বন্ধুদের নানা বয়সের আরও অনাথ আতুর এন্ডাগন্ডার।.....এই গোটা গুষ্টির অভিভাবক হওয়ার ভার নিতে হয়েছিল আমার মামু-মামিকে। যতদূর মনে আছে, পাঁচমিশেলি সেই সংসারে এমন কেউ ছিল না যার পাখপাখালির ওপর আদৌ টান ছিল। যেটুকু ছিল, তাও বোধ হয় মাঝেমধ্যে উৎসবে-পরবে পোলাও রাঁধার উপকরণ হিসেবে।'

সেলিম আলির তিন বছর বয়স পর্যন্ত কাটে বোম্বাই এর পিরগাঁও আর চার্নিরোডের মাঝের খেতওয়ারির এক অঞ্চলে। এরপরই মামার বাড়িতে থেকে বড়ো হওয়া। তার বাল্যশিক্ষা শুরু হল এই মামাবাড়িতে থেকেই। প্রথমেই ভরতি হলেন পিরগাঁওতে 'জেনানা বাইবেল মেডিকেল মিশন গার্লস হাইস্কুলে'। তাঁর দুই দিদি আখতার এবং কামু এই স্কুলেই পড়তেন। তিনজনে একসঙ্গেই স্কুলে যেতেন। আট-ন বছর বয়স পর্যন্ত সেলিম আলি এই স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে স্কুলটির নাম হয়—'কুইন মেরিজ হাইস্কুল ফর গার্লস'। খুব ছোটোবেলায় এই স্কুলে মেয়েদের সাথে ছেলেরাও ভরতি হয়ে পড়শোনা করতে পারত। তবে বালকত্ব ঘুচে গেলে এই স্কুল ছাড়তে হত। সেলিম আলি এই স্কুলে পড়াশোনার পর ভরতি হলেন বোম্বাই এর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলটি ছিল ধোবি-তালাওতে, তখন এটাকে বলা হত মানি স্কুল পল্লি। সেলিম আলির দাদারাও এই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। ঘোড়ায়-টানা ট্রামে করে ছাত্রদের স্কুলে যেতে হত তখন। ট্রামের কোনো নির্দিষ্ট স্টপেজ